Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-07-2026 16:01 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

রাম মন্দির চুরি বিতর্কে কেন্দ্রকে 'সুপ্রিম' নোটিস! রিপোর্ট তলব সিটের কাছে

মার্কিন হামলার জবাবে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে গোলাবর্ষণ! যে কোনও মূল্যে হরমুজ রক্ষার বার্তা ইরানের

ঝুঁকি বাড়ছে হাসিনার! 'আত্মসমর্পণের সুযোগ নয়, ফিরলেই সোজা জেল', বলছেন সরকারি আইনজীবী

শুভেন্দু-শমীককে নিয়ে রাজ্যসভায়

মনোনয়ন পেশ তৃণমূলত্যাগী তিন সাংসদের

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক সোমবার বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে এই তিন আসনে বিরোধী তৃণমূল কোনও প্রার্থী দিতে পারবে না বলে পদ্মপ্রতীকে তাঁদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের রাজ্যসভায় যাওয়া প্রায় নিশ্চিত।

গত বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেলে সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে দল বদলান তাঁরা তিনজনই। এতদিন তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তাঁরা, কিন্তু ২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলের ফলাফলে ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগের পাশাপাশি সাংসদ পদও ছেড়ে দেন। এর ফলে ফাঁকা হওয়া তিনটি আসনে আগামী ২৪ জুলাই ভোট নির্ধারিত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নিজেদের ছেড়ে আসা আসনেই এবার ফিরছেন তাঁরা; শুধু দলীয় প্রতীক বদলে। এতদিন যাঁরা ছিলেন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধি, এখন থেকে তাঁরা হবেন পদ্মশিবিরের সাংসদ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তিন প্রার্থী বিধানসভায় পৌঁছন। তাঁদের পরপরই সেখানে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিধানসভায় ভানুভক্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা

করেন তিন প্রার্থী। এরপর শুভেন্দু ও শমীককে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। প্রতীকী হিসেবে তাঁদের গলায় ছিল গেরুয়া উত্তরীয়।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, রাজ্যসভার সাংসদ পদ আমি ছেড়ে এসেছিলাম। সেই শূন্যপদ পূরণের জন্য আজ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হয়ে আমি মনোনয়ন জমা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নির্বাচনী পদ্ধতি শুরু হয়েছে। সেটা শেষের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে আর কিছু বলব না।সুস্মিতা দেব বলেন, বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে কাজ করব।

জোড়া ঘূর্ণাবর্তে বাংলা

নয়া জামানা ঃ গত সপ্তাহভর টানা বৃষ্টিতে কলকাতার বহু এলাকায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শহরতলির বড় অংশও জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এ সপ্তাহেও নতুন করে বৃষ্টির দাপট দেখবে কলকাতা। তেমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। বঙ্গোপসাগের থেকে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প। যার জেরে এ সপ্তাহেও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গজুড়ে থাকবে দুর্যোগের ভ্রুকুটি। সপ্তাহান্তে বাড়তে পারে বৃষ্টি। কেন আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনা?

পুষ্পবৃষ্টি

নয়া জামানা ঃ শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। হেলিকপ্টার থেকে শিবভক্তদের মাথায় ছড়ানো হবে ফুল। আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বরের পথে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর পুণ্যার্থীদের জন্য সেবাকেন্দ্র তৈরি করা হবে।

তীর্থঙ্করের গ্রেপ্তারিতে উৎসবের মেজাজ পানিহাটিতে,

ডিম-হামলা, নির্মলকেও গ্রেপ্তারের দাবি

নয়া জামানা ঃ মাথার উপর অভিযোগের পাহাড় নিয়ে দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সোমবার ভোরে খড়দহ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। দুপুরে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ওপর ডিম ছুড়ল উত্তেজিত জনতা।খড়দহ থানার লক-আপ থেকে বের করে প্রিজন ভ্যানে তোলার স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই তীর্থঙ্করকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া শুরু হয়। জনতার মধ্যে একে অপরকে বলতে শোনা যায়, মার ডিম।ক্ষুব্ধ লোকজনের হুঁশিয়ারি, ছেলের থেকে বড় খুনি নির্মল ঘোষ। ছেলে ডিম খেয়েছে, বাবা গোবর-কাদা খাবে। আমরা ওসব নিয়ে তৈরি।তীর্থঙ্করের গ্রেপ্তারিতে গোটা পানিহাটি জুড়ে দেখা গেল রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। তাঁর বাড়ির সামনে ব্যান্ড বাজিয়ে নাচগান শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ, অনেকের হাতেই দেখা যায় ডিম। যদিও একাংশের দাবি, এই উদযাপনে যুক্তরা মূলত বিজেপির কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ বাসিন্দারা ডিম-হামলার মতো ঘটনায় জড়াননি। তবে এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস দেখে

তেমনটা মনে হয়নি; প্রচুর মানুষ জড়ো হয়ে নাচগানে মেতে ওঠেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তোলাবাজি ও জমি দখলের মতো নানা অন্যায়ে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর, যাঁদের দাপটে দীর্ঘদিন নাজেহাল ছিলেন পানিহাটিবাসী। তীর্থঙ্করের গ্রেপ্তারির পর এবার তাঁরা চাইছেন নির্মল ঘোষেরও গ্রেপ্তারি হোক, তবেই শান্ত হবে এলাকা।উল্লেখ্য, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে পানিহাটি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপির রত্না দেবনাথ ও সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত। তীর্থঙ্করের গ্রেপ্তারিতে খুশি প্রকাশ করেছেন তাঁরাও। রত্না দেবনাথ বলেন, কান টানলে মাথা আসবে। কানের পর এবার আমরা মাথার অপেক্ষায় আছি। কলতান দাশগুপ্ত বলেন, দুর্নীতি করেছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন, ঠিক আছে। আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু বিজেপির ছাতার তলায় গিয়ে যেন কোনও দোষী আইনের হাত থেকে ছাড়া না পায়, সেটা কঠোরভাবে দেখতে হবে।

মাথার উপর অভিযোগের পাহাড় নিয়ে দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সোমবার ভোরে খড়দহ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। দুপুরে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ওপর ডিম ছুড়ল উত্তেজিত জনতা।খড়দহ থানার লক-আপ থেকে বের করে প্রিজন ভ্যানে তোলার স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই তীর্থঙ্করকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া শুরু হয়। জনতার মধ্যে একে অপরকে বলতে শোনা যায়, মার ডিম।ক্ষুব্ধ লোকজনের হুঁশিয়ারি, ছেলের থেকে বড় খুনি নির্মল ঘোষ। ছেলে ডিম খেয়েছে, বাবা গোবর-কাদা খাবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-07-2026 16:01 Page 2

ভারতীয় রেলের নতুন মাইলফলক

এই বিশেষ দিনেই চালু হবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন পরিষেবা চালুর সময়সীমা ঘোষণা করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, আগামী ১৫ আগস্ট ২০২৭ থেকে দেশের প্রথম হাই-স্পিড বুলেট ট্রেন পরিষেবা ধাপে ধাপে চালু করা হবে। প্রথম পর্যায়ে চালু হবে সুরাট,বিলিমোরা অংশে ট্রেন চলাচল। এর মাধ্যমে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চগতির রেল যুগে প্রবেশ করবে।ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্প হল মুম্বই-আমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডর। মোট ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরটি একসঙ্গে নয়, বরং কয়েকটি ধাপে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সুরাট,বিলিমোরা অংশ চালুর পর পর্যায়ক্রমে ভাপি,সুরাট, ভাপি, আমেদাবাদ, আমেদাবাদ,থানে এবং সবশেষে আমেদাবাদ,মুম্বই অংশে পরিষেবা চালু হবে।রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০ শতাংশ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে জোরকদমে কাজ চলছে। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ভারতের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হতে চলেছে। মুম্বই ও আমেদাবাদের মধ্যে বর্তমানে ট্রেনে যাতায়াতে যে সময় লাগে, বুলেট ট্রেন চালু হলে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। পাশাপাশি জাপানের অত্যাধুনিক হাই-স্পিড রেল প্রযুক্তির ব্যবহার ভারতীয় রেল ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প শুধু যাত্রী পরিষেবাকেই আধুনিক করবে না, বরং শিল্প, ব্যবসা, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।রেলমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্র সরকার ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাই-স্পিড রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে। বিশেষ

করে হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করে তিনটি নতুন বুলেট ট্রেন করিডর তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। এগুলি হল পুনে,হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ,চেন্নাই এবং হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু রুট। এছাড়াও হায়দরাবাদ,মুম্বই বুলেট ট্রেন করিডরের পরিকল্পনাও রয়েছে, যা ভবিষ্যতে দুই মহানগরের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমিয়ে দেবে।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের রেল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, হায়দরাবাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনটি বুলেট ট্রেন করিডর অনুমোদন করেছেন, যা শহরের উন্নয়নের ছবিই বদলে দেবে।এদিকে, শুধু বুলেট ট্রেন নয়, দেশের সাধারণ রেল পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। 'নব-নির্মাণ' উদ্যোগের আওতায় দেশের ২৬১টি রেল স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত কাঠামো, আধুনিক অপেক্ষাকক্ষ, উন্নত প্রবেশপথ এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ, বেগমপেট এবং হাইটেক সিটি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ইতিমধ্যেই পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন চালু হওয়া শুধু রেল পরিবহণের ইতিহাসেই নয়, দেশের আধুনিক কাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আগামী বছরের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের দ্রুতগতির গণপরিবহণ ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাত্র ৩০ সেকেন্ডে

১৯৫ বার চুমু!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ব্রাজিলের এক যুগল প্রমাণ করে দিলেন, ভালবাসাও কখনও কখনও বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারে। মাত্র ৩০ সেকেন্ডে ১৯৫ বার চুমু খেয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলেছেন রেনাটো বায়মা গাইয়া এবং তাঁর সঙ্গী নাইয়ারা রবার্তা রিবেইরো দে মারিন্স। তাঁদের এই অভিনব কীর্তি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলের সাও জোসে দোস কাম্পোস শহরে এই রেকর্ড গড়েন তাঁরা। তবে আন্তর্জাতিক কিসিং ডে উপলক্ষে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস সম্প্রতি তাঁদের এই সাফল্যের কথা প্রকাশ্যে আনে। মাত্র আধ মিনিটে ১৯৫টি চুমু, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ছয়টিরও বেশি চুমু খেয়ে তাঁরা আগের রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস তৈরি করেন। রেনাটো এবং নাইয়ারা দু'জনেই পেশায় চিকিৎসক। কোভিড-১৯ মহামারির সময় তাঁরা সামনের সারিতে থেকে মানুষের সেবা করেছেন। প্রায় দেড় বছরের সম্পর্কের পর তাঁরা ঠিক করেন, একসঙ্গে এমন একটি বিশ্বরেকর্ড গড়বেন যা তাঁদের ভাল।বাসার স্মৃতি হয়ে থাকবে। রেনাটোর কথায়, তাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিশ্বের সেরা জুটি, আর সেই বিশ্বাস থেকেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

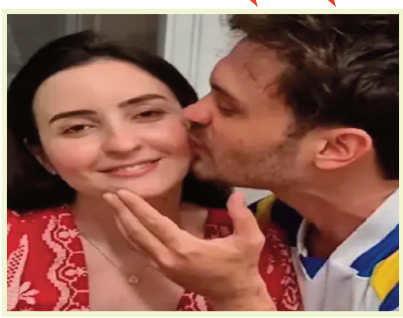

করেছিলেন।রেনাটোর কাছে অবশ্য বিশ্বরেকর্ড নতুন নয়। এর আগেও তিনি দ্রুততম সময়ে ১০টি বই সাজিয়ে ফেলে দেওয়া এবং পায়ের সর্বাধিক ঘূর্ণনের মতো একাধিক গিনেস রেকর্ড গড়েছেন। এই নতুন সাফল্যের মাধ্যমে তিনি দাবি করেছেন, তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গিনেস রেকর্ডধারী ব্রাজিলিয়ানদের একজন।এতেই থেমে থাকতে চান না এই যুগল। তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য, এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি চুমুর রেকর্ড ভাঙা। বর্তমানে সেই রেকর্ড রয়েছে জাপানের এক দম্পতির দখলে, যাঁরা ৬০ সেকেন্ডে ২৭৭টি চুমু খেয়ে এই কীর্তি গড়েছিলেন।রেনাটোর কথায়, তাঁর লক্ষ্য শুধু রেকর্ড গড়া নয়, মানুষকে ইতিবাচক বার্তা দেওয়াও। তিনি নিজে একজন অস্থিমজ্জা দাতা এবং এডিএইচডি -তে আক্রান্ত। তাঁর বিশ্বাস, শারীরিক বা মানসিক কোনও সীমাবদ্ধতাই মানুষের স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হতে পারে না। তাই এই রেকর্ড শুধু প্রেমের উদযাপন নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং ইতিবাচক মানসিকতারও এক অনন্য উদাহরণ।

একটি ব্যাটারি চলবে হাজার হাজার বছর!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চিনের বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন প্রজন্মের নিউক্লিয়ার ব্যাটারি তৈরি করেছেন, যা তাত্ত্বিকভাবে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। উত্তর-পশ্চিম নরমাল ইউনিভার্সিটি এবং গ্যানসু ঝুলং টেকনোলজির গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ব্যাটারির নাম 'কিয়ানজিয়ুয়ান তিয়ানশু'। এটি কার্বন-১৪ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং সিলিকন কার্বাইড সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।নিউক্লিয়ার ব্যাটারি, যাকে রেডিওআইসোটোপ ব্যাটারি বা অ্যাটমিক ব্যাটারিও বলা হয়, সাধারণ রাসায়নিক ব্যাটারির মত কাজ করে না। এতে থাকা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সময় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেটিকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা হয়। যেহেতু কার্বন-১৪-এর অর্ধ-জীবন প্রায় ৫,৭৩০ বছর, তাই এই ধরনের ব্যাটারি অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে। চীনের গবেষকরা জানিয়েছেন, এটি তাদের ২০২৪ সালে তৈরি 'ক্যান্ডল ড্রাগন-১' নিউক্লিয়ার ব্যাটারির তুলনায় অনেক উন্নত। নতুন ব্যাটারিতে তেজস্ক্রিয় উপাদানের ব্যবহার প্রায় ২২ শতাংশ কমানো হয়েছে, অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ২.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাটারির ভোল্টেজ ও স্থিতিশীলতা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।গবেষণা দলের প্রধান সু মাওগেন জানান, আগের মডেলগুলিতে কম বিদ্যুৎ উৎপাদন, বেশি খরচ এবং জটিল নকশার সমস্যা ছিল। তাই নতুন ব্যাটারিকে আরও ছোট,

শক্তিশালী, সাশ্রয়ী এবং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন মডেলে ত্রিমাত্রিক স্ট্যাকড ডিজাইন, উন্নত রেডিওঅ্যাকটিভ সোর্স, মাইক্রো-পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং স্বয়ংক্রিয় সেন্সর সংযোজন করা হয়েছে, যা বাহ্যিক বিদ্যুৎ ছাড়াই দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ব্যাটারিতে সিলিকন কার্বাইড ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত নিউক্লিয়ার ব্যাটারিতে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন তাপকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা হয়, যার জন্য বড় আকারের এবং উচ্চ তাপমাত্রায় চলা যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়। কিন্তু নতুন প্রযুক্তিতে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সময় নির্গত বিটা কণা সরাসরি সেমিকন্ডাক্টরের উপর আঘাত করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ফলে এটি অনেক বেশি কার্যকর, ছোট এবং শক্তি সাশ্রয়ী। মাত্র ১৬.৮ ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের এই ব্যাটারিতে ১২৯ মিলিকিউরি কার্বন-১৪ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ২.০৬ ভোল্ট ভোল্টেজ, ০.৭১৩ মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এবং সর্বোচ্চ ১.১৩ মাইক্রোওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। যদিও এর ক্ষমতা স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়, তবে দীর্ঘমেয়াদি ও কম শক্তির প্রয়োজন এমন যন্ত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি মহাকাশ গবেষণা, চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযান, গভীর সমুদ্রের সেন্সর, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, সামরিক সরঞ্জাম এবং পেসমেকারের মতো চিকিৎসা যন্ত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে। ইতিমধ্যেই নাসা ভয়েজার মহাকাশযান এবং কিউরিওসিটি রোভারে নিউক্লিয়ার ব্যাটারি ব্যবহার করেছে। চীনও চ্যাং'ই-৩ ও চ্যাং'ই-৪ চন্দ্র রোভারে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছে। গবেষকদের দাবি, ছোট আকার, দীর্ঘ আয়ু এবং উন্নত শক্তি ঘনত্বের কারণে এটি ভবিষ্যতের শিল্প ও মহাকাশ প্রযুক্তিতে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার সফল হয়, তবে এমন সব যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে যেগুলিকে জীবদ্দশায় আর কখনও চার্জ দেওয়ার প্রয়োজনই হবে না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-07-2026 16:01 Page 3

আমবাগান কার ?

মালদায় থানা ঘেরাও করে তুলকালাম নির্দল প্রার্থী নিতাইয়ের !

নয়া জামানা, মালদা ঃ আমবাগানের দখলদারি নিয়ে এবার খোদ থানার আইসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মালদা বিধানসভার নির্দল প্রার্থী নিতাই মন্ডল। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে রবিবার অনুগামীদের নিয়ে মালদা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন তিনি।এক মিছিল আসে থানা চত্বরে যার জেরে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।নিতাই মন্ডলের দাবি, সাহাপুরের ছাতিয়ান মোড় এলাকায় তাঁর নিজস্ব ১১ বিঘা আমবাগান রয়েছে। গত ২৯ তারিখ তিনি সপরিবারে বাগান থেকে আম পাড়ছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়ই মালদা থানার আইসির নির্দেশে পুলিশ বাহিনী এসে তাঁদের আম পাড়তে বাধা দেয়। নিতাই বাবু পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে বাড়ি ফিরে গেলেও, পরে জানতে পারেন যে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই মিথ্যা মামলার প্রতিবাদেই রবিবাসরীয় এই থানা ঘেরাও

কর্মসূচি বলে জানা গেছে।নিতাই মন্ডলের হুঁশিয়ারি,আমার নিজের বাগানের আম আমি কেন পাড়তে পারব না? পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের হেনস্থা করছে। এই অন্যায়ের শেষ দেখে ছাড়ব।তবে এই ঘটনার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য এক বড় রহস্য। নিতাই মন্ডল বাগানটি নিজের বলে দাবি করলেও, মালদার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পিন্টু সাহা সহ আটজন এই জমির মালিকানা দাবি করেছেন। ব্যবসায়ী পিন্টু সাহার স্পষ্ট অভিযোগ,নিতাই মন্ডল ক্ষমতার জোরে বেআইনিভাবে জমিটি নিজের ও পরিবারের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন।গোটা জেলা জুড়ে যখন এই আমবাগান-কাণ্ড নিয়ে তুমুল গুঞ্জন তখন মালদা থানা পুলিশ প্রশাসন অবশ্য বেশ সতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, জমিটির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে আদালতের বিচারাধীন। আইন নিজের পথেই চলবে এবং আদালতের চূড়ান্ত রায়ের পরেই পরিষ্কার হবে এই বহুমূল্য আমবাগানের আসল মালিক কে।আপাতত আদালতের রায়ের দিকেই তাকিয়ে সব পক্ষ তবে আমবাগানকে কেন্দ্র করে মালদার রাজনৈতিক ও সামাজিক পারদ যে চড়চড় করে বাড়ছে তা বলাই বাহুল্য !

ডুবন্ত ট্রলারে রাতভর তল্লাশি, মিলল আরও ৪ মৎস্যজীবীর দেহ, নিখোঁজ ৬

নয়া জামানা , বকখালি ঃ সাত দিন নিখোঁজ থাকার পর দিঘার শংকরপুর থেকে মাছ ধরতে যাওয়া 'মা কালী' ট্রলারটি রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি উপকূলের কাছে উদ্ধার হয়। ট্রলারে রাতভর তল্লাশি চালিয়ে আরও চার মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে পাঁচটি দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯। এখনও অন্তত ৬ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিক, পুলিশ, বনদপ্তর এবং মৎস্যজীবীরা ট্রলারের ভিতরে ও মাছ ধরার জালে আটকে কেউ রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনার সময় কয়েকজন মৎস্যজীবী উত্তাল সমুদ্রে ভেসে যেতে পারেন।রবিবার রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। তিনি পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার সীতারামপুর ঘাটে উদ্ধার অভিযানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রী জানান, গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে। ঘটনাস্থলে কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসন, সুন্দরবন পুলিশ জেলা, গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পুলিশ, বনদপ্তরের আধিকারিক এবং মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত, গত ২ জুলাই দিঘার শংকরপুর মৎস্যবন্দর থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ১৫ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে 'মা কালী' ট্রলারটি সমুদ্রে রওনা দেয়। ৫ জুলাইয়ের পর থেকে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর পুলিশ, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী (কোস্ট গার্ড), নৌবাহিনী, বনদপ্তর এবং মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।শনিবার থেকে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টরের নেতৃত্বে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়। অবশেষে রবিবার বকখালি উপকূল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে চুলকাঠির জঙ্গলের কাছে বাঘেরচর এলাকায় উল্টে থাকা অবস্থায় ট্রলারটির সন্ধান মেলে। পরে বনদপ্তর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা, সুন্দরবন পুলিশ, উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের যৌথ অভিযানে ট্রলারটি উদ্ধার করে সীতারামপুর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়েই একে একে মোট ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়।

দূষণমুক্ত-নাব্যতা ফেরাতে বাঁকা নদী সংস্কারে উদ্যোগ সরকারের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বাম, তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিকবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। টাকা বরাদ্দ করার পর কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমানের বাঁকা নদীর সংস্কার আজও অধরা।শহর বর্ধমানের পৌরসভা এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাঁকা নদী এখন সবচেয়ে বেশি দূষণের কবলে। যে সব এলাকার উপর দিয়ে বাঁকা বয়ে গেছে সেই সব এলাকার মানুষের ক্ষোভ রয়েছে দূষণকে কেন্দ্র করে। এদিকে রাজ্যে পালা বদলের পর বিজেপি এখন ক্ষমতায়। বাঁকা নদীর সংস্কার নিয়ে সরকারি ভাবেই আরও একবার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হল। ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ধমান শহরের বাসিন্দা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। ফলে আশা দেখা দিয়েছে বর্ধমানবাসীর মধ্যে। বাঁকার উৎপত্তি এবং মিলনস্থল দু'টিই এখন পূর্ব বর্ধমান জেলায়। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫ কি.মি। এর মধ্যে বর্ধমান শহরে রয়েছে ৩৫ কি.মি। দামোদর নদ থেকে শাখা হয়ে বাঁকা নদী বর্ধমান শহর থেকে বেরিয়ে পূর্বমুখী হয়ে নান্দাইয়ের

কাছে খড়ি নদীর সঙ্গে মিশেছে। দুই নদীর মিলিত ধারা কিছুদূরে কালনার ভাগীরথীতে মিশেছে। ১৮০২ সালে পারবীরহাটায় ২০ হাজার টাকা খরচ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঁকা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে। ১৮২৯ সালে ফরাসী পরিবেশবিদ জ্যাঁক ম্যাঁ বর্ধমানের ওপর দিয়ে হেঁটে কলকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় এই বীরহাটার সেতু এবং সেতুর বাম পাশে ইংরেজ সাহেবদের নীলকুঠির কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকেই প্রমাণ হয় এখনকার শীর্ণ এই বাঁকা নদী দিয়ে সেই সময় নীলকর সাহেবরা নীলের বাণিজ্যে করতেন। সেই সময় বাঁকা নদীতে সারাবছরই ভাল রকম জল থাকত। কৃষি প্রধান জেলায় এক সময়ে চাষের কাজে সেচের জলের সমস্যা মিটতো। কিন্তু প্রায় দু দশকের বেশি সময় ধরে বাঁকা নদীর গর্ভ আর্বজনায় ভরে গেছে। বিশেষ করে শহর এলাকায় সারা বছরই জল থাকেনা বললেই চলে। তার উপর নোংরা আর্বজনা ফেলে ভয়াবহ দূষণের কবলে চলে গেছে বাঁকা নদী। এমনকি অনেক জায়গায় বাঁকা নদীকে ভাগাড় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মৃত গবাদি পশু ফেলার অভিযোগ রয়েছে। এসবের পরেও বাঁকা নিয়ে ভোটের রাজনৈতিক ইস্যু হয়েছে। বাম আমলে এবং পরবর্তীতে তৃনমূল সরকারের আমলে ভোটের প্রতিশ্রুতিতে কিছু জায়গায় পাড় বাঁধাই এর কাজ হয়। তারই মধ্যে আবার বাঁকা নদীর পাড় দখলের অভিযোগও উঠে এসেছে। তবে দূষণ মুক্ত এবং সারা বছর জলধারণ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা আজও হয়নি।

রাস্তা নয়, যেন চাষের জমি !

বেলতলা-হুদ্রাপুর সড়কে নিত্য দুর্ভোগ,ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকার এক জরাজীর্ণ রাস্তার ছবি উঠে এল নয়া জামানার প্রতিনিধির ক্যামেরায়। প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকাবাসী। রঘুনাথগঞ্জের সন্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলা মোড় থেকে হুদ্রাপুর যাওয়ার মূল রাস্তাটি এখন কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। আর তার জেরে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা।রাস্তা নাকি চাষের জমি? বোঝার উপায় নেই! পিচের চাদর উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে পুকুর সমান সব গর্ত। আর সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জমছে জল-কাদা। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার সন্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলা মোড় থেকে হুদ্রাপুর যাওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে

রয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন হুদ্রাপুর সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। অথচ, প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। জুতো-জামা কাদা মাখিয়েই প্রতিদিন তাদের যেতে হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রায়শই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। উল্টে যাচ্ছে বাইক, কিংবা টোটো। এলাকার কোনও রোগী বা গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কালঘাম ছুটছে পরিবারের।এক পথচারী বলেনভোটের সময় নেতারা এসে কত প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোটের পর আর কারও দেখা মেলে না। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, গাড়ি চালানো তো দূরের কথা। সাইকেল নিয়ে স্কুল যেতে গিয়ে বাচ্চারা আছাড় খাচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত এই রাস্তা মেরামত করা হোক।স্থানীয়দের দাবি, ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সব স্তরেই বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। মিলেছে শুধু প্রতিশ্রুতির আশ্বাস, কাজ হয়নি কিছুই। এখন দেখার, এই দুর্ভোগের ছবি সামনে আসার পর টনক নড়ে কিনা প্রশাসনের। আদৌ কি মিলবে সুরাহা? নাকি এই কাদা-জলেই কেটে যাবে আরও একটা মরশুম?

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-07-2026 16:01 Page 4

পুনর্জন্মের অপেক্ষায় কোন্নগরের দেড়শো বছরের প্রাচীন মিষ্টি তিলকুট

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাংলার মিষ্টি মানচিত্রে অন্যতম উজ্জ্বল জেলা হল গঙ্গাতীরের হুগলি। এ জেলা যেমন ভীম নাগ, ভোলা ময়রা, নকুড়, ফেলু মোদক, সূর্য মোদক, নলীনচন্দ্র দাসের মতো খ্যাতনামা মিষ্টি স্রষ্টাদের জন্মভূমি; তেমনই এ জেলার মাটিতেই জন্মেছে মনোহরা, গুটকে সন্দেশ, গুপো, জলভরার মতো জগৎজয়ী মিষ্টি। তবে এই জেলার একটি মিষ্টি অধুনা অবলুপ্তির পথে - তিলকুট। অনেকে বলেন, তিলকুটো। এই মিষ্টির জন্মস্থান হুগলি জেলার কোন্নগর।এককালে কোন্নগরের তিলকুট কলকাতাবাসীদের মন জয় করেছিল। উনিশ ও বিশ শতকে শহরের একাধিক ভোজসভায় অতিথিদের পাতে পড়ত তিলকুট। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও তিলকুটের উল্লেখ রয়েছে।

এখন গোটা কোন্নগরের একটি বা দুটি দোকানে তিলকুট পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বোঝা গিয়েছে, মিষ্টির বয়স কোনও মতেই দেড়শো বছরের বেশি হবে না। মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বই অনুযায়ী, আনুমানিক ১৮৭৩-৭৪ সালের মধ্যে কোন্নগরে তিলকুটের জন্ম। অর্থাৎ শ-দেড়েক বছরের পুরোনো মিষ্টি তিলকুট।কোন্নগর পুরসভা কিন্তু একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে তিলকুটকে বাঁচিয়ে রাখতে। কোন্নগর বইমেলায় পুরসভার তরফে স্টল দিয়ে তিলকুট বিক্রি করা হয়। কোন্নগরের মল্লিক সুইটস এখনও তিলকুট বানায়।

১৯৫৩ সালে দোকানটি শুরু হয়েছিল জনৈক মদনদার হাত ধরে। দোকানটি মদনদার দোকান নামেও খ্যাত। কোন্নগর ফেরিঘাট থেকে সোজা যে রাস্তা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা বরাবর মিনিট পাঁচেক হাঁটলে দেখা মিলবে মদনদার দোকানের। সেখানে গেলে মনে হয় সময় থমকে দাঁড়িয়েছে। কাঠের শোকেসে মিষ্টি সাজানো। ঝুড়িতে সিঙারা, শালপাতায় ঢাকা দেওয়া। মিষ্টি প্রায় সবই সাবেকি... ছানার মিষ্টি, কড়া পাক ও নরম পাকের সন্দেশ, গজা ইত্যাদি।

এখন দোকানটি সামলান মদনদার কন্যা ও তাঁর স্বামী হিন্দোল বিশ্বাস। হিন্দোলবাবু বঙ্গদর্শন.কম-কে জানালেন, এখন শনি ও রবিবার তিলকুট বানানো হয়। বর্ষা বাদ দিয়ে মোটামুটি সারা বছরই তিলকুট পাওয়া যায়।দ তাঁর কাছেই শোনা, তিল, ক্ষীর আর চিনির রসের মিশ্রণে তৈরি হয় এই মিষ্টি। গোলাকার চাকতির মতো তার গড়ন, গোত্রে সন্দেশ। অনুমান করা যায়, তিল বেটে বা কুটে ক্ষীরের সঙ্গে মেলানো হয় বলেই নাম তিলকুট।

তিনিই বললেন, তএলাকার পুরোনো মানুষেরা এখনও তিলকুট খোঁজেন। নানা জায়গা থেকে অর্ডার আসে। কলকাতা থেকেও অর্ডার আসে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তিলকুট নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই। এই প্রজন্মের কারিগরদের অনেকে জানেন না কীভাবে তিলকুট বানাতে হয়।দ প্রতি পিস তিলকুটের দাম সাত টাকা। তবে অর্ডারে দশ টাকা দামের তিলকুটও বানান হিন্দোলবাবুরা। বলছিলেন, আকারে বেশি বড়ো তিলকুট বানানো যায় না। বেশি বড়ো করলেই ফেটে যাবে মাঝখানটা।দ প্রথম থেকেই মদনদার দোকানে (মল্লিক সুইটস) তিলকুট তৈরি হচ্ছে। প্রায় সত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও তা বন্ধ হয়নি।এককালে কোন্নগরের তিলকুট কলকাতাবাসীদের মন জয় করেছিল। উনিশ ও বিশ শতকে শহরের একাধিক ভোজসভায় অতিথিদের পাতে পড়ত তিলকুট। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও তিলকুটের উল্লেখ রয়েছে। হিন্দোলবাবু ভানুপ্রসাদ নন্দীর কথা জানালেন। তাঁর মতে, ভানু নন্দীর হাতেই নাকি তিলকুটের জন্ম। ভানু নন্দী আর বেঁচে নেই। ঠিকানা জেনে তাঁর দৌহিত্রের ইলেকট্রিকের দোকানে যাওয়া হল। সৌনক দে-র সঙ্গে কথা হল। বললেন, দাদুর হাতের বানানো বেলের মোরব্বা আমি খেয়েছি কিন্তু তিলকুট খাওয়া হয়নি। ভানু নন্দী ছিলেন নেশায় ময়রা। ভালোবাসা থেকেই তিনি তিলকুট বানিয়ে বিক্রি করতেন। বাড়ির সামনে যেখানে তিনি বিক্রি করতেন, সে জায়গাটাও দেখালেন সৌনক।

সৌনকের বাবা কৃষ্ণপ্রসাদ দে বলেন, ভানু নন্দী ট্রাম কোম্পানিতে চাকরি করতেন আর কর্মস্থল থেকে ফিরে মিষ্টি বানাতে বসতেন। বড়োবাজার থেকে কালো তিল কিনে এনে তা শুকিয়ে, খোসা ছাড়িয়ে বাটতেন তারপর ক্ষীরের সঙ্গে পাক দিয়ে তিলকুট বানাতেন। মাঝখানে একটি কিশমিশ বসিয়ে দিতেন। (কোন্নগরে এখন অবশ্য সাদা তিল থেকেই তিলকুট তৈরি হচ্ছে।) বেলের মোরব্বা, খইয়ের মুড়কি আর তিলকুট, তাঁর হাতে এই তিন জিনিস ছিল বিখ্যাত। (কৃষ্ণপ্রসাদ দে-র কথায় তিলকুটো) এমনকি বাড়িতে বাড়িতে ভিয়েনে গিয়েও তিনি মিষ্টি বানিয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরিরা কিছু দিন ব্যবসা করলেও, সে ব্যবসা স্থায়ী হয়নি। ভানু নন্দীর দোকানের আজ আর অস্তিত্ব নেই। তবে মল্লিক সুইটস আজও বাঁচিয়ে রেখেছে তিলকুটকে। এক সময় তিলকুটের বেশ নামডাক ছিল। আজ তা অনেকটাই ম্লান। অনেকে জানেনও না। তবে কোন্নগর পুরসভা কিন্তু একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে তিলকুটকে বাঁচিয়ে রাখতে। কোন্নগর বইমেলায় পুরসভার তরফে স্টল দিয়ে তিলকুট বিক্রি করা হয়। কোন্নগর বইমেলায় প্রচুর মানুষ আসেন। তাঁরা তিলকুট কিনে নিয়ে যান, এতে তিলকুটের প্রচার ও প্রসার দুই-ই হচ্ছে। বহু মানুষ প্রাচীন বাংলার এই নিজস্ব মিষ্টির কথা জানতে পারছেন। সেই স্বাদ চেখে দেখতে পারছেন।

এলাকার প্রবীণদের চাহিদার জেরে সপ্তাহান্তে একবার হলেও তিলকুট তৈরি হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে তিলকুটের জনপ্রিয়তা না তৈরি হলে; এ মিষ্টি অবলুপ্তির পথেই এগিয়ে যাবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।